কবিতাঞ্জলি

অরবিন্দকুমার বিশ্বাস

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

ভূস্বর্গ কাশ্মীর	৭
সাধের বনভোজন	১১
কাঁঠাল	১২
স্মৃতি	১৪
খিদের জ্বালা বড়ো জ্বালা	১৬
নীলকণ্ঠ	১৯
শ্মশানেও সাম্য নেই	২২
জঙ্গি	২৪
কবি সুকান্ত স্মরণে	২৭
মাধ্যমিকের ফলাফল	২৯
সমব্যথী	৩১
শিশুশ্রমিক	৩৩
সংশোধনাগার	৩৬
দিলাশা	৩৮
কাজের মাসি	৪০
ছাগলছানা	৪২
বিদ্যুৎ বিদায়ে	৪৪
প্রতীক্ষা	৪৬
কালো মেয়ে	৪৮
মনিনী	৫০
বিজ্ঞাপনে সুন্দরী	৫২
নববধূ	৫৪
অনাহারেও রাজনীতি	৫৬
বসন্তের কোকিল	৫৮
দিঘার সমুদ্র	৬০

জীবন	৬২
বস্তি	৬৪
নারীর অধিকার কোন অধিকারে ?	৬৬
কবিমন	৭১
সৈনিক	৭৩
খাওয়ার বাহার	৭৬
কর্ম	৭৮
সুখ-দুঃখ	৭৯
ঘরি	৮১
ভাব	৮২
প্রেম	৮৪
মুক্তি	৮৬
বেদনা	৮৮
রূপসী	৮৯
সুনামি	৯১
প্রকৃতির সান্নিধ্যে অবকাশ	৯৫
হাই হিল	৯৭
রক্তদান শিবির	৯৯
বিশ্বায়নেও গরিবী	১০২
কালির দুঃশাসন	১০৬
বিরহ প্রেম	১০৮
অচেনার ডাক	১১০
রাত্রি	১১২
বিলাপ	১১৩
রাজপুত্র কুলধ্বজ কথা	১১৪
সভ্যতার লাঞ্ছনা	১২০
নোবেল চুরি	১২৩
প্রতিবন্ধী শিশু	১২৪
আদিবাসী মেয়ের স্বপ্ন	১২৫
বাগ্‌দেবী	১২৬
বিবাহ	১২৭
গোলাপ	১২৮

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর কি মায়াবী নাম
বিখ্যাত ভুবনে,
কত স্বপ্ন কত কল্পনা মনে ভাবনা
তোমার দরশনে।
আজ স্বপ্ন সাকার তোমার দরশন
বহু প্রতীক্ষা পর,
সার্থক জীবন আমার কী অপরূপ
বিপুল সৌন্দর্য সম্ভার তোমার!
যুগে যুগে পর্যটকের ঢল তোমার কোলে,
মায়াডোরে বেঁধেছ সবে আপন মহলে।
তোমার ভুবন ভোলানো নৈসর্গিক সৌন্দর্য
বিগলিত ধারা চারিদিকে বিদ্যমান,
সবাই তোমার প্রেমে বিহ্বল বারোমাস
সারা জগৎ করে গুণগান।
স্বর্গের মনোহরা শোভা বিরাজে ভূতলে
তোমার পাহাড়ের মাটিতে,
তুষার হ্রদ বৃক্ষরাশি সারি সারি দণ্ডায়মান
রোমাঞ্চিত করে শোভাতে।
জগৎমাতার আশীর্বাদধন্য অশেষ সম্পদ
বর্ষিত তোমার ভালে,
মর্ত্যবাসী মুগ্ধ তোমার অপার সৌন্দর্যে
সদা পুলকিত বিহ্বলে।
অখণ্ড দেশ ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত মন্দভাগ্য
নেমে এল অভিশাপ,
দু'দেশের দু'ভাগে বিভক্ত সৌন্দর্য সদা বিবাদমান
তাই হানাহানি অসহযোগে ক্রন্দন সন্তাপ।

আজও চলে গুলির লড়াই অবিরত
তোমার সৌন্দর্যের সাম্রাজ্য পাবার আশায়,
এককভাবে পেতে চাই একটি দেশ
নিষ্ফল প্রয়াস সুনিশ্চয়!
তুমি সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের কাঙ্ক্ষিত
নয়নের মণি,
শান্তির পরশ পাই বেশ কয়েক দিন
তোমাকে ভালোবেসে জানি।
জীবনের যত দুঃখ যন্ত্রণা ক্লান্তি বিবশতা
দূর হয় নিমেষে,
প্রাণে ভাষা ছন্দ ফিরে পাই অবকাশে
তোমার কাছে এসে।
তোমার ডাল লেকে শিকারায় নৌকাবিহার
নয়তো ভোলার,
প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু এক নিমেষে
যেন চিরসাথি সবার।
গুলমার্গ পহেলগাঁও কার্গিল দ্রাস
মধুমাখা নাম,
মর্ত্যের স্বর্গোদ্যানে জঙ্গিরা হানে দিবানিশি
আঘাত বেদম।
আজ কোথায় বরফের উপরে নির্ভয়ে বিচরণ
শিশুদের হাসি কলতান গান,
বাতাসে ভাসে শুধুই জঙ্গি ও ফউজির সংঘর্ষ
গোলাগুলি গ্রেনেড বারুদের ঘ্রাণ।
তবুও ভোলে নাই প্রকৃতিপ্রেমীর দল লভিতে একটু আরাম
আর তোমার অপার ভালোবাসা,
বর্ষে বর্ষে আসে ভয় ভুলে পর্যটকের দল অগণিত
তোমার ক্রোড়ে অশেষ প্রত্যাশা।
বিদেশি পর্যটক খুশির নেশায় মেলায় হৃদয় তোমার নীড়ে
ছাড়িয়া নিজ দেশ,

দূরদূরান্ত হয়েছে নিকট মোহমায়ার জালে
তোমাকে ভালোবেসে বেশ!
তোমার সৌন্দর্য চুম্বকের মতো দুর্বার আকর্ষণ
কাছে টানে দুনিয়াকে,
কি মোহে বাঁধো সবে তোমার হৃদয় বৃন্তে
আজও সবাইকে?
দু'দেশের হানাহানি তোমার হৃদয়ে দুঃখভার
আজও বিদ্যমান,
তোমার বুকে জঙ্গি নাশকতার বেদনা
হোক অবসান।
দেশের সুসম্পদ ফিরে পাক শান্তিকামী
আপামর জনগণ,
তোমার মহিমা করুক গুণগান সবে
রবে না আর ক্রন্দন।
পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গ থাকে যদি
এইখানে তা এইখানে,
ভূস্বর্গ কাশ্মীর হোক শান্ত পুনর্বার
মানুষের আগমনে।
কাশ্মীরবাসী কখনও তো চায় না বিদ্বেষভাব
মানুষে মানুষে হানাহানি,
তাদের অতিথেয়তা মুগ্ধ করে পর্যটককে
তা ভ্রমণে জানি।
বন্দুকের নলের জোরে মিটিবে না কভু
দু'দেশের জনগণের আশা,
মতলববাজরা দূর হটো স্থায়ী হোক
সরকারি শান্তি চুক্তি খাসা।
এখনও মরে জঙ্গি ফউজির লড়াইয়ে নিরপরাধ
ভূস্বর্গবাসী,
বুলেটে ঝাঁজরা গোরা বদন মৃত্যুযাত্রী
সে-ও তো ভারতবাসী?
ভুবন ভোলানো সৌন্দর্য তোমার কিরীটে
দুঃখ পাও বেশি,

দেশবাসী পরদেশি আদরে বুলায় হামেশা
'ভূস্বর্গ' কাশ্মীরে আসি।
তোমার সৌন্দর্য আজও অমলিন আসমুদ্রহিমাচল
সবার অন্তরে,
কী মায়ায় বাঁধো সবে আজও তুষার শুভ্রে
তোমার শিখরে?
রাজনৈতিক আলোচনায় ফিরে পাক এবার
সবার মঙ্গলে স্থায়ী সমাধান,
দু'দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বিচারে হোক ভূস্বর্গ কাশ্মীরের
সব বাধার অবসান।

সাধের বনভোজন

অনেক দিন পর স্থির হল সবার,
বন্ধুরা মিলে করব সাধের বনভোজন এবার।
সেদিন ছিল রবিবার ছিল না কোনো কাজ আর,
ছিল না কোনো পড়ার তাড়া লাগছিল না ভালো আবার।
বাড়ির পাশে নদীর ধারে জড়ো হয়ে এক জায়গাতে,
যুক্তি হল সবাই মিলে করব বনভোজন রাতে।
যেমনি বলা অমনি করা হল সবার জোট,
একমত হয়ে সকলে দিয়ে দিল ভোট।
চাল ডাল নিয়ে সবাই মিলে আনন্দে চলি,
যেখানে করব সাধের বনভোজন সবাই মিলি।
পূর্ণিমার চাঁদ নেইকো রাতে হ্যারিকেন সঙ্গী করি,
পোকামাকড়ের হ্যাপা স্বস্তি নেই ভয়ে মরি।
রাত বাড়ছে যত রান্নাবান্না জমছে ভালো,
রান্নাতে কেউ নয়কো পাকা তবু ভালো রান্না হল।
যথাকালে রান্নাবান্না হয়ে গেল শেষ,
খেতে বসে লাগল সবার আনন্দেরই রেশ।
মুখে দিয়ে খাবার মুখ চাওয়াচাওয়ি সবার,
ঠিক আছে সবই কিন্তু লবণ বড্ড কম গরম খাবার।
খিদের চোটে সবাই খেল কেউ করল না হাঙ্গামা,
খাওয়ার শেষে সবাই হাসে হাঁ-হাঁ-হাঁ
আঁধার রাতে বাজে যেন দামামা!